যুগান্তর

তারিখ 01.2 MAR-2014 ...
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

জেএসসি-জেডিসি ও ইবতেদায়ির ৫২ হাজার শিক্ষার্থী বৃত্তি পাচ্ছে

মুশতাক আহমদ

দেশে প্রথমবারের মতো মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সরকারি বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। প্রথম বছর সারা দেশে ১৫ হাজার শিক্ষার্থীকে ওই বৃত্তি দেয়া হবে। সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে।

অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী বা জেএসসি এবং জেডিসির শিক্ষার্থীদেরও বৃত্তির তালিকাও তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এবার সামান্য সংশোধিত নীতিমালার আলোকে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।

তিন স্তরে বৃত্তির ব্যাপারে পৃথক দুটি নীতিমালা

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) এবং ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণী— এই তিন স্তরে এবার সর্বমোট ৫২ হাজার বৃত্তি দেয়া হবে। এর মধ্যে জেএসসিতে ৩০ হাজার ৮০০, জেডিসিতে ৬ হাজার আর ইবতেদায়িতে ১৫ হাজার। জেএসসির বৃত্তির ৯ হাজার ৮০০ ট্যালেন্টপুল, ২১ হাজার সাধারণ গ্রেড, জেডিসিতে ২ হাজার ট্যালেন্টপুল, ৪ হাজার সাধারণ গ্রেড এবং ইবতেদায়িতে ৫ হাজার ট্যালেন্টপুল, ১০ হাজার সাধারণ গ্রেড রয়েছে।

বৃত্তি প্রদানের ব্যাপারে সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ। তিনি যুগান্তরকে বলেন, এবার তারা অষ্টম শ্রেণী পর্যায়ে ৫ ভাগ বৃত্তি বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। আগামী বছর এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হবে। আরও বলেন, মাদ্রাসায় ইতিপূর্বে সরকারি কোনো বৃত্তি দেয়া হতো না। সরকার এই প্রথম এ ধরনের বৃত্তি দিচ্ছে।

জানা গেছে, ২০১০ সাল থেকেই সরকার মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি দেয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর এ ব্যাপারে নীতিমালা

পাচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

পাচ্ছে : হাজার শিক্ষার্থী বৃত্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনেও তা হচ্ছিল না। সর্বশেষ গত বছরের এপ্রিলে নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি)। কিন্তু মাউশির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী নীতিমালা না করে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। এরপর এ ব্যাপারে তাকে তাগিদ দেয়া হয়। তারপরও নীতিমালার খসড়া প্রস্তাব করেননি তিনি। আর এ কারণে গত বছর ইবতেদায়ির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া সম্ভব হয়নি।

সূত্র জানায়, ২ মার্চ এ বছরের বৃত্তির ব্যাপারে অনুষ্ঠিত সভায় এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, 'সভা করে মতামত চাওয়ার পর এখনও তা না পাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত।' সূত্র জানায়, শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী অসহযোগিতার কারণে ও নীতিমালাটি না হওয়ায় ওইদিনের মতো সভা স্থগিত করে ফের এক সপ্তাহের মধ্যে হালনাগাদ খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করার নির্দেশ হয়। এরপর সোমবার ফিরতি সভায় বৃত্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এ ব্যাপারে শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলেন, ইবতেদায়ির বৃত্তির ব্যাপারে ২ মার্চের সভায় কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সোমবারের সভায় ১৫ হাজার জনকে বৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নীতিমালা : তিন স্তরে বৃত্তির ব্যাপারে সরকার পৃথক দুটি নীতিমালা করেছে। এরমধ্যে ইবতেদায়ি স্তরের জন্য একটি, অপরটি জেএসসি ও জেডিসির জন্য। তিনটি নীতিমালার অধিকাংশ ধারাই প্রায় অভিন্ন। এর মধ্যে জেএসসি এবং জেডিসির নীতিমালার ৩ নম্বর ধারায় আংশিক পরিবর্তন এসেছে। সেটি হচ্ছে— 'পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএর ভিত্তিতে বৃত্তি দেয়া হবে। 'জিপিএ' প্রক্রিয়ায় একাধিক শিক্ষার্থী একই গ্রেড পেলে ৪র্থ বিষয় ছাড়া প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করা হবে। আবার ৪র্থ বিষয় ছাড়া প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করা হবে, এরপরও ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা একাধিক হলে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতে প্রাপ্ত মোট নম্বরধারীদের মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। যদিও আগে 'জিপিএ' এবং বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতের ভিত্তিতে মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তি দেয়া হয়েছিল।

তিন স্তরে অভিন্ন নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে— 'মেধাবৃত্তি' (ট্যালেন্টপুল) এবং সাধারণ বৃত্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা জিপিএ-৩ প্রাপ্তরাই গণনায় আসবে। আগে শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তির জন্য জিপিএ-৩ এবং সাধারণ বৃত্তি পেতে ন্যূনতম জিপিএ-২ যোগ্যতা অর্জন করতে হতো। স্থানীয় সরকারি কোষাগার থেকে বৃত্তির টাকা পাওয়া যাবে। বৃত্তির মেয়াদ তিন বছর, অর্থাৎ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি মিলবে। বৃত্তিপ্রাপ্তকে সন্তোষজনক পাঠোন্নতি করতে হবে ও সদাচরণ করতে হবে। সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হলে বৃত্তির টাকা পাওয়া যাবে না। পাঠ বিরতি থাকতে পারবে না। বৃত্তিপ্রাপ্তরা বিনা বেতনে পড়বে। কোনো প্রতিষ্ঠান অর্থ নিলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইবতেদায়ির বৃত্তি দেয়া হবে উপজেলাভিত্তিক। এ ক্ষেত্রে মোট বৃত্তিকে মোট পরীক্ষা দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত ফলাফলকে উপজেলার মোট শিক্ষা দিয়ে গুণ করার পর যে ফল পাওয়া যাবে সেটাই একটি উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত বৃত্তি সংখ্যা হবে। বৃত্তি প্রদানে ছেলে-মেয়ের হার সমান হবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান বদল করলে তা শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এই বৃত্তির বাইরে আর কারিগরি বা পেশাগত যা-ই হোক— একটি মাত্র ভাগ করা যাবে।

বৃত্তির অর্থ, বাজেট ও প্রক্রিয়া : জানা গেছে, জেএসসি বা জেডিসিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তরা মাসে ৩০০ টাকা এবং বছরে এককালীন ৩৭৫ টাকা আর সাধারণ গ্রেডে বৃত্তির ক্ষেত্রে মাসে ২০০ টাকা এবং বছরে এককালীন ২২৫ টাকা করে পাবে। এই বৃত্তির মেয়াদ থাকবে দুই বছর। আর ইবতেদায়িতে ট্যালেন্টপুলে মাসে ২০০ ও বছরে এককালীন ১৫০ টাকা আর সাধারণ গ্রেডে মাসে ১৫০ ও বছরে এককালীন ১৫০ টাকা পাবে। এই খাতে বৃত্তির জন্য ৩ কোটি ২২ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ইতিপূর্বে ইবতেদায়ি স্তরে বর্তমানে মাদ্রাসা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান বক্তি বিল্লাহর নামে উপজেলায় ৩টি করে বৃত্তি দেয়া হতো। তারা সরকারি বৃত্তি পেত না। গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত জেএসসি ও জেডিসির পরীক্ষার ভিত্তিতে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও যশোর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড তাদের নিজ নিজ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা তৈরি করবে। মাউশি সূত্র জানায়, গত বছর পর্যন্ত বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে মেধাবৃত্তি (ট্যালেন্টপুল) পায় তিন হাজার ১৪০ এবং ৬ হাজার ৭২৮ জন সাধারণ বৃত্তি পাচ্ছে। কুমিল্লা বোর্ডে মেধাবৃত্তি এক হাজার ২৫২ এবং সাধারণ বৃত্তি পাচ্ছে দুই হাজার ৬৮২ জন। সিলেট বোর্ডে মেধাবৃত্তি ৬৪২ এবং ১ হাজার ৩৭৬ জন সাধারণ বৃত্তি। রাজশাহী বোর্ডে মেধাবৃত্তি পাচ্ছে ১ হাজার ১৭০ এবং দুই হাজার ৫০৮ জন সাধারণ বৃত্তি। দিনাজপুর বোর্ডে মেধাবৃত্তি পাচ্ছে এক হাজার ৯৬ এবং সাধারণ বৃত্তি পাচ্ছে দুই হাজার ৩৪৯ জন। বরিশাল বোর্ডে মেধাবৃত্তি পাচ্ছে ৫৬০ এবং সাধারণ বৃত্তি পাচ্ছে এক হাজার ২০০ জন। চট্টগ্রাম বোর্ডে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাচ্ছে ৮২৭ এবং সাধারণ বৃত্তি পাচ্ছে এক হাজার ৭৭১ জন। যশোর বোর্ডে মেধাবৃত্তি পাচ্ছে এক হাজার ১১৩ এবং সাধারণ বৃত্তি পাচ্ছে দুই হাজার [illegible] জন।